যুগান্তর

তারিখ 0 2 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

দেশে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির তুলনা আনুমানিক শতকরা পাঁচ ভাগ হবে এখন বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করা দরকা যে, কওমি ছাত্রদের জন্য যদি ইহকালীন সুখ শান্তির প্রত্যাশায় ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহে সাধারণ শিক্ষার ছাত্রদের জন্য পারলৌকি শান্তির প্রত্যাশায় কি ইসলামী শিক্ষা প্রয়োজন নেই? কিন্তু কই এজন্য তো কার মাথাব্যথা নেই। এটা কারও ভাবনায় চিন্তায়ও নেই। তাহলে এটা কেমন ইনসাফ কেমন বোকামি। এতে কি ওরা সত্যিকা অর্থে অনন্ত অসীমকালের জন্য পিছি থাকছে না? এজন্য মা-বাবা, সমাজে শিক্ষক, পণ্ডিত ও সিলেবাস প্রণেতারা দা হবেন নিঃসন্দেহে। যেমন হাদিস শরীফে আছে:- প্রতিটি সন্তান ইসলামের ওপ দীক্ষিত হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, অতঃপর তার মাতা পিতা তাকে ধর্মান্তরিত করে।

তাই মাতা-পিতা, শিক্ষক ও শিক্ষা সিলেবা প্রণেতা এবং সরকারকে এমন শিক্ষ আন্দোলনের উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে পার্থিব পারলৌকিক, মানবিক-সামাজিক ও নৈতি মূল্যবোধ বিকশিত হয়। ক্ষণস্থায়ী জীবনে

মাওলানা জাফরুল্লাহ খান

শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম থাকা জরুরি

প্রগতিশীলতাকে ইসলামের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবন ধন্য হয়। কারণ ক্ষণস্থায়ীর জন্য চিরস্থায়ী জীবন হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অনেক পণ্ডিত বলেন, ইসলামকে প্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে হবে। ইসলামকে আধুনিকায়ন করতে হবে, তাহলে জীবনমান বাড়বে। আমি বলব, আখিরাতের জীবনমান তো পরে, আগে দুনিয়ার জীবনমানই দেখা যাক। দেখা যাবে, অপরিবর্তনশীল ইসলামের জীবনবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কেউ বেকার নেই। কিন্তু প্রগতিশীলদের একটি চাকরির জন্য হাজার হাজার দরখাস্ত হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই তো জীবনবোধ ও মূল্যবোধের নজির।

অতএব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সঙ্গেই ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে, তাহলে জীবন উন্নয়ন নিশ্চিত হবে- তবেই সভ্যতা, মানবতা, উদারতা ও নৈতিকতা বিকাশ পাবে। নতুবা কোরআনের সুরে বলতে হয়- তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু বোঝে না, তাদের কান আছে, কিন্তু শোনে না, তাদের চোখ আছে, কিন্তু দেখে না, ওরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং আরও নিকৃষ্ট।